শিল্পগুচ্ছের নানারঙ

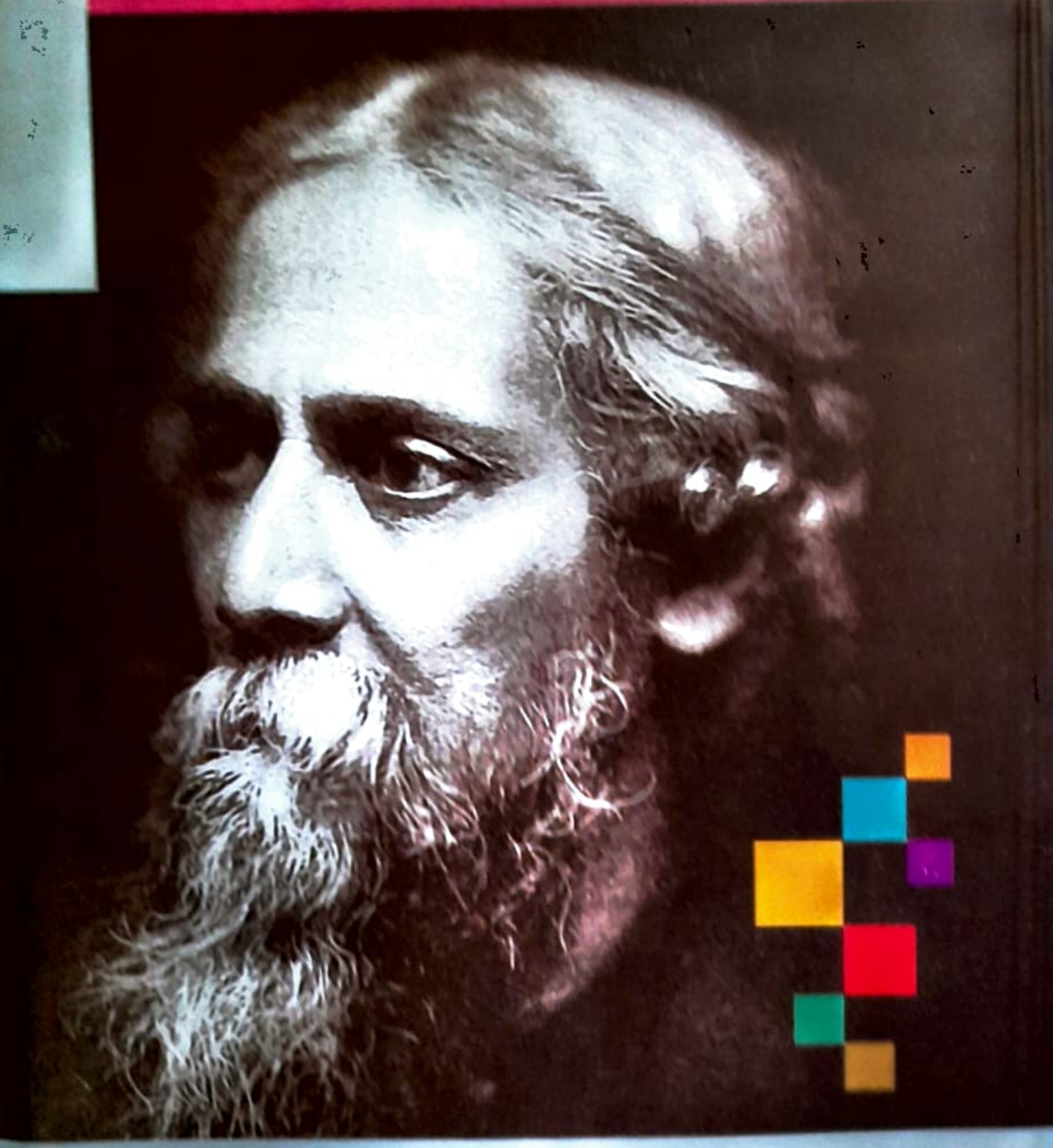

সম্পাদনা
ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল • সুকুমার রায়

Galpaguchchher Nanabarna
***Edited by** : Dr. Chanchal Kr. Mondal & Sukumar Roy*

ISBN : 978-93-88857-71-0

প্রকাশক : বিকাশ সাধুখাঁ
প্রজ্ঞাবিকাশ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৯৮৩০৮৪৯৩৪৮

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১

© ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল ও সুকুমার রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত :
স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রচ্ছদ : বিকাশ ধর

লেজার সেটিং : লেজার পয়েন্ট
২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচিপত্র

- রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' : প্রতিবাদের আলোকে — ১১
  —ড. অরূপ পলমল
- রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' : জীবন যে রকম — ১৭
  —সহেলী ঘোষ
- 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' ছোটগল্পে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি — ২১
  —ড. বর্ণালী গাঙ্গুলী
- রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা :
  প্রসঙ্গ 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণ — ২৪
  —ড. প্রশান্ত দাস
- 'কঙ্কাল' : একটি অপূর্ণ গভীর বিষাদ — ২৭
  —দিবাকর অধিকারী
- 'একরাত্রি' : মানব নিয়তির চিরন্তন আখ্যান — ৩১
  —রোকেয়া পারভীন
- রবীন্দ্র-ছোটগল্পে মৃত্যুচেতনা : প্রসঙ্গ 'জীবিত ও মৃত' — ৩৫
  —বাপী কুশারী
- কালজয়ী 'কাবুলিওয়ালা' — ৩৯
  —ড. কেতকী সর্বাধিকারী
- রবীন্দ্র-গল্পে পল্লীকিশোর : প্রসঙ্গ 'ছুটি' গল্পের ফটিক — ৪৩
  —শানন রায়
- 'সুভা' : বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশা — ৪৭
  —ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
- 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে দাম্পত্য সংকট — ৫০
  —ইয়াসমিন নবী
- রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' : প্রসঙ্গ সমাজবাস্তবতা — ৫৪
  —আকবর হোসেন
- রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'সমাপ্তি' : এক অপূর্ণ প্রেমের মিলনের সমাপ্তি — ৫৯
  —পিংকি বর্মণ
- 'অনধিকার প্রবেশ' : একালের চোখে — ৬৪
  —ড. মৃদুল ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' : জীবন যে রকম

সহেলী ঘোষ

জীবনের খণ্ড-ক্ষুদ্র মুহূর্তকে, কোনো নিবিড় অনুভূতিকে ভাস্বর করে তোলে ছোটগল্প। আর ছোটগল্পের ঈশ্বর বলে মনে করি যাঁকে, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে যেন এক একটি গল্পে এঁকেছেন। মানুষের মনের কথা, জীবনের কথা বারবার উঠে এসেছে তাঁর ছোটগল্পের পরিসরে।

জীবন আসলে কেমন? আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই আবার কখনও জীবনই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে—আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক সমান্তরাল রেখায় চলতেই থাকে। বস্তুত, আমরা জীবনকে নিজের সুবিধা-মত, নিজের মনোমত পরিচালিত করতে চাই। সেই পরিচালনায় অপরের মর্মদাহ, অপরের হাহাকারকে আমরা দেখতে পাই না বা দেখতে চাই না। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি মানুষের আলাদা, নিজের সুবিধা মতো আলাদা। জীবনের এই সার-সত্যটি উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পটি অন্যতম। ১২৯৮ সালে তিনি গল্পটি লেখেন। গল্পটি লেখার মাত্র কিছুদিন পূর্বেই তিনি পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার কাজে পূর্ব বাংলার পদ্মাপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দিনযাপন করছিলেন। এই সময় পদ্মাপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সহজ-সরল গ্রাম্য-জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস স্থান পেয়েছিল তাঁর ছোটগল্পগুলিতে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে শহরের এক যুবক উলাপুর নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে আসে কর্মসূত্রে, পোস্টমাস্টার হিসেবে। শহুরে জীবনে অভ্যস্ত যুবক গ্রামের সুযোগ-সুবিধা-হীন নিঃসঙ্গ পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে না। তার দম-বন্ধ লগে। কর্মক্ষেত্রেও তেমন কাজ না থাকায় অখণ্ড অবসর তার অথচ অবসর যাপনের কোনো মাধ্যম নেই। সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে দিনযাপনের সঙ্গী হয়ে ওঠে বালিকা রতন। রতনও নিঃসঙ্গ। রতন অনাথও। অনাথ রতন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পোস্টমাস্টারের পরিচর্যার কাজ করে। নিঃসঙ্গ রতন মানুষের সংস্পর্শের জন্য পোস্টমাস্টারের মধ্যে খুঁজে নিতে চায় মানসিক অবলম্বন। নিঃসঙ্গতা আর নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি হয়ে ওঠে দুজনের মাঝখানের সেতু। রতন সেই সেতু পেরিয়ে পোস্টমাস্টারের আপনজন হতে চায়। মা যেমন আপন, বোন যেমন আপন, বন্ধু যেমন আপন। তাই তো পোস্টমাস্টারের মাকে, বোনকে শুধুমাত্র গল্প শুনেই রতন 'মা' সম্বোধন করতে পারে, 'দিদি' সম্বোধন করত পারে। পোস্টমাস্টার অসুস্থ হলে কাছের মানুষের মতো, আপন জনের মতো তার সেবা করতে পারে, বালিকা হয়েও দায়িত্বশীল পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো দায় নিতে পারে। আবার পোস্টমাস্টার চাকরি ছেড়ে, উলাপুর ছেড়ে চলে যাবে শুনলে আপনজনের মতোই অভিমান করতে পারে। কাছের মানুষ কাছ-ছাড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আকুল হয়ে পোস্টমাস্টারকে বলতে পারে—

"দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে-যাবে?"[১]